তিনি বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
আজ সক্ষম হয়েছে সমগ্র জাতির

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 02 APR 1988
পৃষ্ঠা ... 1 কলাম ... 2

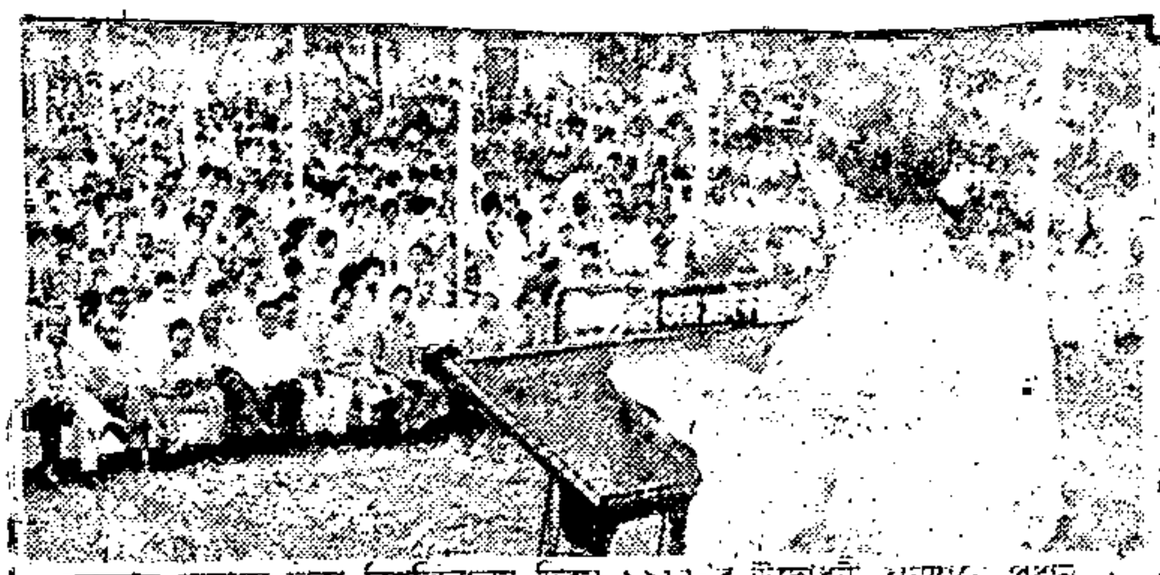

041

গতকাল সকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দিবস ১৯৮৮'র উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণ দেন প্রফেসর মুহম্মদ শামসউল হক —ইনকিলাব

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দিবসের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে

প্রফেসর শামসউল হক

সৃজনশীল প্রতিভার লালন ও বিকাশ নিশ্চিত করতে হবে

॥ বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ॥

বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনা, আনন্দ উল্লাস হৈ-হুল্লোড় নানা অনুষ্ঠান, প্রদর্শনীর মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দিবস ১৯৮৮ গতকাল পালিত হয়েছে। তবে তারুণ্যের উচ্ছ্বাসের আতিশয্যে কিছু কিছু বিষয়ে কিছু বাড়াবাড়ি আর শেষ চৈত্রের প্রচণ্ড খরতাপে অনেকেই অস্বস্তি অনুভব করেছেন।

অতি উৎসাহী তারুণ্যের উচ্ছ্বাসে বিচ্ছিন্ন অপ্রীতিকর ঘটনাও ঘটেছে। হাতাহাতি পর্যন্তও তা গড়িয়েছে। আহতও হয়েছে তিনজন। এসব অত্যুৎসাহীদের অনেকেই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র নয় বলে অনেকের ধারণা।

এসব মিলে বিশ্ববিদ্যালয় দিবসের ভাব গাম্ভীর্য অনেকটাই ক্ষুণ্ণ হয়। উল্লেখ্য, 'র‍্যাগ ডে'র পরিবর্তে ১৯৮৩ সাল থেকে বিশ্ববিদ্যালয় দিবস পালনের মাধ্যমে শেষ বর্ষের ছাত্র-ছাত্রীদের বিদায় জানানোর ব্যবস্থা চালু হয়। গতকাল ছিল পঞ্চম বিশ্ববিদ্যালয় দিবস। মাঝে ১৯৮৬ সালে প্রতিকূল পরিস্থিতির কারণে বিশ্ববিদ্যালয় দিবস পালিত হয়নি।

সকাল সাড়ে ৮টায় কলাভবন সংলগ্ন মাঠে বিএনসিসি রেঞ্জার্স ও রোভার স্কাউটসদের সম্মিলিত কুচকাওয়াজের মধ্যদিয়ে দিবসের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয়। কুচকাওয়াজে সালাম গ্রহণ করেন উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের সভাপতি ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর আবদুল মান্নান। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকেন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন

শেষ পৃঃ ৬-এর কঃ দেখুন

সাংবাদিক সম্মেলন

পুষ্টির অভাবে প্রতি বছর ৩০ হাজার শিশু অন্ধ হয়ে যাচ্ছে

॥ স্টাফ রিপোর্টার ॥

এসিস্ট্যান্স ফর ব্লাইণ্ড চিলড্রেন (এবিসি)-এর জেনারেল সেক্রেটারী জনাব মনসুর আহমদ চৌধুরী বলেছেন, অপুষ্টি এবং ভিটামিন এ'র অভাবে দেশে প্রতি বছর স্কুলে যাওয়ার বয়স হয়েছে

২-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

অন্ধ হয়ে যাচ্ছে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

এমন ৩০ হাজার শিশু অন্ধ হচ্ছে। তিনি বলেন, অন্ধত্বের কারণে প্রতি বছর পঙ্গুত্বের সংখ্যা কয়েক গুণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। সংগঠনের দশম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে গতকাল জাতীয় প্রেস ক্লাবে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি এই তথ্য প্রকাশ করেন।

একমাত্র এবিসি সংগঠনই সক্রিয়ভাবে দেশে অন্ধ শিশুদের পুনর্বাসন কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে একথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, এ পর্যন্ত এবিসি'র আর্থিক সাহায্যে দেশে ৩ হাজার ৪৪৬ জন শিশুর অন্ধত্ব মোচন ও অস্ত্রোপচার করা হয়েছে এবং ৫৪৬ জন যুবককে আর্থিক সাহায্য প্রদানের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিকভাবে পুনর্বাসন করা হয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয় দিবস

প্রথম পৃষ্ঠার পর

ভারপ্রাপ্ত ভিসি ও প্রাক্তন কোষাধ্যক্ষ এবং সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী প্রফেসর মুহম্মদ শামসউল হক। অনুষ্ঠানে ধন্যবাদ জানান প্রো-ভিসি প্রফেসর এমাজউদ্দিন আহমদ।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণদানকালে প্রফেসর শামসউল হক বলেন, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক জীবন ব্যবস্থাকে বাংলাদেশের গৌরবময় ঐতিহ্য, স্বাধীনতার সংগ্রামের চেতনা ও গণতান্ত্রিক আদর্শ ও মানবিক মূল্যবোধ পুনরুজ্জীবিত করে জাতীয় উন্নয়নকে দ্রুততর করা আজ জরুরী। এ ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের দায়িত্ব বহু। এজন্য বিশ্ববিদ্যালয়কে পুনর্বিন্যাস করে যুগোপযোগী করতে হবে। শিক্ষা ক্ষেত্রে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রেখে সৃজনশীল প্রতিভার লালন ও বিকাশ নিশ্চিত করতে হবে।

এজন্য ছাত্র-শিক্ষক সুন্দর সম্পর্কের উপর তিনি গুরুত্বারোপ করেন। তিনি বলেন, ক্যাম্পাসে বিরাজমান সমস্যাসমূহ সমাধানে ছাত্র-শিক্ষকগণ বিশেষ ভূমিকা রাখতে পারেন। প্রফেসর হক বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের অস্থিরতার মূলের রয়েছে তারুণ্যের স্বভাবসুলভ চাঞ্চল্য আর আদর্শবাদিতা। তার ফলে সৃষ্ট অশান্ত পরিবেশ ক্ষণস্থায়ী। যদি আদর্শবাদিতাপ্রসূত অস্থিরতাকে সৃষ্টিমুখী ধারায় পরিচালনা করা যায় তবেই জাতীয় উন্নতি সম্ভব হবে। তিনি বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্যাগুলোর মূল কারণ ক্যাম্পাস বহির্ভূত এবং সার্বিক সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতির সাথে সম্পৃক্ত। সমস্যা সমাধানের জন্য প্রথম পদক্ষেপ হতে হবে বিশ্ববিদ্যালয়ের পবিত্রতা ও স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখার লক্ষ্যে সকলের সক্রিয় প্রচেষ্টা। তিনি এজন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে সমাজের প্রভাবশালী মহলের পূর্ণ সহযোগিতা এবং জাতির বৃহত্তর স্বার্থে ক্ষমতাসীন ও ক্ষমতাকামী দলের প্রতি এগিয়ে আসার আহবান জানান।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতির ভাষণে ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর আবদুল মান্নান ক্যাম্পাসে সন্ত্রাস মুক্ত শান্তিপূর্ণ শিক্ষার পরিবেশ বজায় রাখতে সরকার, রাজনীতিবিদ, পেশাজীবী, ছাত্র সংগঠনসহ সর্ব মহলের প্রতি আহবান জানান। তিনি সেশন জট সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে শীঘ্রই সম্ভাব্য সকল প্রকার ব্যবস্থা নেয়া হবে বলে ঘোষণা করেন।

বিশ্ববিদ্যালয় দিবস উপলক্ষে গতকাল সারাদিনই ছিল ক্যাম্পাসমুখর। আবৃত্তি, নাটক, গান, চারুকলা, হস্ত শিল্প, আলোক চিত্র, পোস্টার প্রদর্শনী ছিল আকর্ষণীয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিক সমিতি টিএসসি গেমস রুমে আয়োজন করে বিশ্ববিদ্যালয়ের নানা তথ্য, সংবাদ ও আলোকচিত্র প্রদর্শনীর। সাংস্কৃতিক দলও টিএসসিতে পোস্টার প্রদর্শনীর আয়োজন করে। চারুকলা প্রদর্শনী হয় আর্টস ইন্সটিটিউটে, রোকেয়া হলে হস্ত শিল্পের গ্রন্থাগারে পুস্তক পাণ্ডুলিপির প্রদর্শনীও হয়।

এছাড়াও কলাভবন প্রাঙ্গণসহ ক্যাম্পাসের নানাস্থানে বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন আয়োজন করে প্রদর্শনীর। এসব প্রদর্শনীতে দর্শক সমাগম হয় প্রচুর।